পার্থর ফতোয়া কার্যকরী করতে ব্যর্থ হলেন দলীয় ছাত্রনেতারা

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (সংবাদ) ঃ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জারি করা ফতোয়াকে কার্যকরী করতে ব্যর্থ হল দলেরই ছাত্র সংগঠনের দুই গোষ্ঠী। এদিনও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আসেননি সেখানকার উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারই জেরে সেখানকার বিবদমান ছাত্র সংসদের দুই গোষ্ঠীর নেতারা উপাচার্যের কাছে ক্ষমা চাইতেও পারলেন না।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সম্পাদিকা লগ্নজিতা চক্রবর্তী সহ কয়েকজন পড়ুয়ার পিএইচডি তালিকা থেকে অবৈধভাবে নাম কাটা হয়। এর প্রতিবাদে লগ্নজিতা সহ একদল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা ও সমর্থক সোমবার ঘেরাও করেন উপাচার্যকে। সারাদিন ঘেরাও থাকার পর নাকি উপাচার্যের ফোনে লগ্নজিতার বিরোধী গোষ্ঠীর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতারা সন্ধ্যার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাণ্ডব চালায়। দুই পক্ষের সংঘর্ষে লগ্নজিতা সহ আহত হন বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী। শুধু তাই নয়, ওই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে আহত হন উপাচার্যও।

ওই খবর পেয়ে ক্ষুব্ধ শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় গতকালই তৃণমূল ভবনে ডেকে পাঠান দুই গোষ্ঠীর ছাত্র নেতাদের। তাদের ধমক দেওয়ার পাশাপাশি দু-পক্ষকেই উপাচার্যের কাছে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দেন। সেইসঙ্গে তিনি দুই গোষ্ঠীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা ঘটলে তিনি ছাত্র সংসদ ভেঙে দেবেন। এছাড়া কোনো বিষয় নিয়ে যদি মতপার্থক্য দেখা দেয় তাহলে সরাসরি তাঁকেই জানানোর নির্দেশও দেন। এর পাশাপাশি উপাচার্যের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ ব্যক্ত করেন তিনি। মন্ত্রীর কথা মেনে দু-পক্ষই এদিন উপাচার্যের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকলেও উপাচার্যের অনুপস্থিতিতে তাঁরা তা করতে পারেননি।

কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ

রামপুরহাট, ৬ ডিসেম্বর ঃ রামপুরহাট হাসপাতালের ব্লাডব্যাংকের চিকিৎসক ও কর্মীদের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ করেছেন এইচআইভি আক্রান্ত এক শিশুর বাবা। তাঁর দাবি, চিকিৎসক, কর্মীদের শাস্তি দিতে হবে। সেইসঙ্গে তাঁর মেয়ের বিনামূল্যে চিকিৎসার আর্জি জানিয়ে মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিকের দ্বারস্থ হন তিনি। হাসপাতাল সুপারকেও একই আবেদন করা হয়। তাঁরা তদন্তের পাশাপাশি বিনামূল্যে চিকিৎসার আশ্বাস দেন। মাত্র আট মাস বয়সে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হয় আয়েষা সিদ্দিকা (৫)। বাড়ি নলহাটি থানার উজিরপুর গ্রামে। থ্যালাসেমিয়া ধরা পড়ার পর থেকেই তাকে রামপুরহাট হাসপাতাল থেকে নিয়মিত রক্ত দেওয়া হত। কিন্তু কিছুদিন আগে অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসা করাতে গিয়ে আয়েষার এইচআইভি ধরা পড়ে। আয়েষার বাবা ইমাজদ্দিন শেখ বলেন, 'মেয়ের রোগ ধরা পড়ার পর হাসপাতালে আমাদের দুজনেরও রক্তপরীক্ষা করানো হয়। কিন্তু এইচআইভি জীবাণু মেলেনি। তার দাবি ব্লাডব্যাংকের কর্মীদের গাফিলতিতেই মেয়ের এমনটা হয়েছে। তিনি চান তাঁর মেয়ের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হোক।' রামপুরহাট জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক ব্রজেশ্বর মজুমদার বলেন, 'এমনিতেই এইচআইভি আক্রান্তরা বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিসেবা পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রেও আয়েষাকেও বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হবে।'

শিশুকে ধর্ষণ, গ্রেফতার অভিযুক্ত

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (সংবাদ) ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে এক ৪ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগে পুলিশ স্বপন চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। মেয়েটির পাশের বাড়িতেই থাকত স্বপন। পুলিশের হাতে ওই ব্যক্তিকে তুলে দেওয়ার আগে স্থানীয় বাসিন্দারা গণপ্রহার দেয় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে। নির্যাতিতা ওই শিশুর ডাক্তারি পরীক্ষা হয় আজ সকালে স্থানীয় হাসপাতালে। অভিযোগ, সোনারপুরের বিদ্যাধরপুরের বাসিন্দা স্বপন চক্রবর্তী ৪ বছরের ওই শিশুকন্যাকে কার্টুন দেখাবার নাম করে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে যৌন নির্যাতন করে। শিশুটিকে অবিন্যস্ত অবস্থায় ওই ব্যক্তির বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলে স্থানীয় লোকেদের সন্দেহ হয়। তারা শিশুটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে সমস্ত ঘটনা তাঁদের জানিয়ে দেয়। এরপরই শুরু হয় গণপ্রহার।

বাস-লরি রেষারেষিতে হত ১

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (সংবাদ) ঃ বুধবার উত্তর ২৪ পরগনার দমদম থানার অন্তর্গত সুকান্তনগরে ৭৯বি রুটের একটি বেসরকারি বাস ও ইট বোঝাই একটি লরির মধ্যে রেষারেষি চলছিল। আর সেই রেষারেষির সময়েই ওই বাস ও লরিটির মাঝে পড়ে প্রাণ হারান এক ব্যক্তি। তাঁর নাম উজ্জ্বল আঁধি। ওই ঘটনার পরপরেই স্থানীয় উত্তেজিত জনতা পথ অবরোধ করে। পুলিশ বাস ও লরিটিকে আটক করে বাসচালককে গ্রেফতার করলেও লরিটির চালক দুর্ঘটনার পরেই পালিয়ে যায়।

জমির জল এখনও শুকোয়নি। তার মধ্যে পাকা ধান বাঁচানোর চেষ্টা করছেন এক চাষি। বাঁকুড়ার গৌরীপুরে রূপেশ খানের তোলা ছবি।

আজ নবান্নে বৈঠক মমতা-রাজনাথের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করবে। মূলত দার্জিলিং পাহাড় নিয়ে তাঁদের কথা হতে পারে বলে নবান্ন সূত্রে জানা যায়। এছাড়া রাজ্যে সম্প্রতি একাধিক জঙ্গি গ্রেফতার, তিস্তার জল বণ্টন নিয়েও তাঁদের কথা হতে পারে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। কলকাতা সহ রাজ্যে সম্প্রতি একাধিক জঙ্গি গ্রেফতার হয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের তরফে এই খবর পাওয়া গিয়েছে। জঙ্গিরা যাতে কলকাতা সহ রাজ্যে সক্রিয় হতে না পারে সেই বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং পাহাড় নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাজনাথ সিংয়ের আলোচনার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। মোর্চা নেতা বিমল গুরুং যেভাবে চোখের আড়ালে থেকেও একের পর এক বার্তা দিচ্ছেন, এতে ক্ষুব্ধ রাজ্য সরকার। পাহাড়ে ফের গোলমালের ঘটনা তাঁরা যে কোনোভাবে বরদাস্ত করবেন না, তা প্রকাশ্যেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ২৭ ডিসেম্বর থেকে ২৯ ডিসেম্বর তিনি পাহাড়ে থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। বিনয় তামাংকে জিটিএ-র অস্থায়ী সভাপতি করার পর পাহাড় যেভাবে শান্ত হয়ে আসছে, রাজনাথ সিংকে তা অবহিত করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। এইসঙ্গে কেন্দ্র যাতে গুরুংকে কোনোভাবে মদত না দেয়, সেই প্রসঙ্গও তিনি তুলতে পারেন।

৫ মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক ঃ বাংলাদেশ সীমান্ত সমস্যা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং বৃহস্পতিবার এই রাজ্য সহ পাঁচ মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠক ডেকেছেন। নবান্ন সংলগ্ন সভাঘরে এই বৈঠক হবে। যে রাজ্যগুলিতে বাংলাদেশ সীমান্ত আছে সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের এই বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, অসম, মিজোরাম ও মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব সহ পদস্থ আমলাদের এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা। অসম ও মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে তাঁদের বৈঠকে যোগ দেওয়া নিশ্চিত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীরা যদি না আসেন, তাঁদের প্রতিনিধিরা আসবেন। বৈঠকে রোহিঙ্গা শরণার্থী সহ সীমান্ত সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় আলোচনা হবে বলে জানা যায়।

জানুয়ারিতে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন ঢাকায়

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর ঃ দুই বাংলার শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আগামী ১৩ থেকে ১৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন। এই সাহিত্য সম্মেলনের আসর বসবে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বাংলা আকাদেমি চত্বরে। মঙ্গলবার কলকাতা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়, এই সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজক নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন এবং ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ। বৈঠকে হাজির ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক গৌতম ঘোষ, নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রধান উপদেষ্টা ও ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশের সহসভাপতি সত্যম রায়চৌধুরি, নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত ঘোষ এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক চৈতালি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সূত্রের খবর, ১৩ জানুয়ারি সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির থাকার কথা রয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। আয়োজকদের পক্ষ থেকে মমতাকে ইতিমধ্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে উপস্থিত থাকবেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। তিনদিনের এই সম্মেলনে থাকছে সেমিনার, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, আবৃত্তি ও বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কলকাতা থেকে সম্মেলনে অংশ নেবেন কবি শঙ্খ ঘোষ, সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, কবি জয় গোস্বামী, সুবোধ সরকার, শ্রীজাত, চিত্রকর শুভাপ্রসন্ন সহ অনেকেই।

নিখোঁজ মাদ্রাসা ছাত্র উদ্ধার

বর্ধমান, ৬ ডিসেম্বর ঃ পুলিশ ও চাইল্ড লাইনের তৎপরতায় উদ্ধার হল মাদ্রাসা থেকে নিখোঁজ হওয়া ছাত্র। বর্ধমান চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি মঙ্গলবার বছর এগারোর শেখ সবুর আলিকে তার বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেয়। বাঁকুড়া মোড় এলাকার ইদরাতুল কোরাণ আল হেলালিয়া আবাসিক মাদ্রাসায় ছেলে সবুরকে ভরতি করেছিলেন বাবা শেখ সাকির। ২৮ সেপ্টেম্বর মাদ্রাসা থেকে ছাত্র সবুর নিখোঁজ হয়ে যায়। এরপরই মা সিতারা বেগম রায়না থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। ছাত্রের বাবা শেখ সাকির আলি অভিযোগে জানান, মাদ্রাসায় মারধর করা হত তাঁর ছেলেকে। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের অবশ্য দাবি, সবুর পড়াশুনায় গাফিলতি করত তাই তাকে মারধর করা হত। শেখ সাকির জানান, তাঁর ছেলে মাদ্রাসা থেকে নিখোঁজ হয়ে যাবার পর তাকে উদ্ধারের কোনো চেষ্টাই চালায়নি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। পুলিশ ও চাইল্ড লাইন কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৯ সেপ্টেম্বর বর্ধমান থানার পুলিশ তেলিপুকুর এলাকায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরতে দেখে শেখ সবুরকে। পুলিশ তাকে চাইল্ড লাইনের হাতে তুলে দেয়। চাইল্ড লাইনের বিশেষ আদালত শিশুটিকে হোমে রাখার নির্দেশ দেয়। আসানসোলের আনন্দহোমে অবশেষে ঠাঁই হয় সবুরের। নানা জায়গায় খোঁজ চালিয়েও ছেলের হদিশ না পেয়ে বাবা শেখ সাকির এক পরিচিতের মাধ্যমে চাইল্ড লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এর পরেই ছেলেকে ফিরে পাবার জন্য বাবা ও মা চাইল্ড লাইনের কাছে আবেদন জানান। সোমবার চাইল্ড লাইন কর্তৃপক্ষ সবুরকে বর্ধমানে আনে। ছেলেকে শনাক্ত করেন বাবা শেখ সাকির ও মা সিতারা।

আজ থেকে খুলবে জিডি বিড়লা স্কুল

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (সংবাদ) ঃ দক্ষিণ কলকাতার রানিকুঠিতে অবস্থিত জিডি বিড়লা স্কুলের ক্লাস শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার থেকে। ৪৪ বছরের পুরোনো ওই স্কুলটির নার্সারি শাখার ৪ বছর বয়সি এক ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছিল ওই স্কুল চত্বর। স্কুলের ছাত্রীদের অভিভাবকরা গত শুক্রবার সকাল থেকেই ওই ব্যাপারে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। ৬ দিন যাবৎ নানা ঘাতপ্রতিঘাতের পর বুধবার রাত ৮টার কিছু পরে সমাধানসূত্র মিলল। স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অভিভাবকদের ৮ সদস্যের দলের দীর্ঘ বৈঠকের পর পিছু হটতে বাধ্য হয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। বৈঠকে স্থির হয়, আগামীকাল থেকে স্বাভাবিকভাবেই চালু হবে স্কুল। অধ্যক্ষা শর্মিলা নাথ থাকবেন না। তৈরি হবে স্কুলের অভিভাবকদের ফোরাম। স্কুলের সর্বত্র লাগানো হবে সিসিটিভি ক্যামেরা।

শিশুটির উপর যৌন নির্যাতন চালানোর অভিযোগে ওই স্কুলের দুই শিক্ষক অভিষেক রায় ও মহম্মদ মফিজুদ্দিনকে পুলিশ ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে। তারা বর্তমানে পুলিশ হেপাজতে। এছাড়া নির্যাতিতা ছাত্রীটির বাবার দায়ের করা অভিযোগক্রমে স্কুলের অধ্যক্ষা শর্মিলা নাথের বিরুদ্ধে সমগ্র ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার প্রচেষ্টার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারা সহ পকসো আইনেও মামলা রুজু করা হয়।

সেই মামলার ভিত্তিতে গতকালই অধ্যক্ষাকে লালবাজারে ডেকে পাঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আজ ওই নির্যাতিতা ছাত্রীটির ক্লাস টিচার সহ চার জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। বুধবার সকাল থেকেই স্কুলে বিক্ষোভরত অভিভাবকদের মধ্যে এক বড়ো বিভাজন দেখা দেয়। একদল চাইছিলেন সবকিছু দূরে সরিয়ে অবিলম্বে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে স্কুল খোলার ব্যবস্থা করা হোক। অপরদিকে, অভিভাবকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দাবি তোলেন, সবার আগে অধ্যক্ষা শর্মিলা নাথকে সরাতে হবে। তাঁর স্কুলে ঢোকাটা বন্ধ না হলে স্কুল খোলার কোনো মানেই হয় না। দু-পক্ষের সেই মতবিরোধ এক সময় হাতাহাতির রূপ নেয়।

স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বৈঠক চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁরা কোনো মতেই রাজি ছিলেন না অধ্যক্ষাকে সরিয়ে দিতে। তাঁদের বক্তব্য, অধ্যক্ষার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে সরানো যাবে না। অভিভাবকদের অন্য দাবিগুলো অবশ্য স্কুল কর্তৃপক্ষ এদিনের বৈঠকে প্রথম থেকেই মেনে নিয়েছে। অবশেষে স্কুলের অভিভাবকদের পক্ষ থেকে ৮ সদস্যের যে দলটি স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন তাদেরই একজন ওই বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন। তিনি বলেন, এদিনের বৈঠকের আলোচনার বিষয়বস্তু টাইপ করা হচ্ছে। টাইপ হয়ে গেলেই সেটা অভিভাবকদের সামনে তুলে ধরা হবে।

অধ্যক্ষাকে শোকজ

জিডি বিড়লা স্কুলের অধ্যক্ষা শর্মিলা নাথকে শোকজ করল শিশু সুরক্ষা কমিশন। গত সোমবার ওই স্কুলের অধ্যক্ষা স্কুলের ৪০০০ পড়ুয়ার অভিভাবকদের একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন, আর সেই চিঠিতে তিনি নির্যাতিতা ছাত্রীটির নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন। সুপ্রিমকোর্টের পরিষ্কার নির্দেশ আছে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি বা যৌন নির্যাতন সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে নির্যাতিতার নাম উল্লেখ করা যাবে না। আর সেই নির্দেশ কেউ অমান্য করলে তার ৫ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। কমিশনের বক্তব্য, সুপ্রিমকোর্টের ওই নির্দেশিকাকে অমান্য করেছেন স্কুলের অধ্যক্ষা। আর সেই কাজটি তিনি কেন করেছেন, সে ব্যাপারে তার কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর পালটা জবাব বিজয়বর্গীয়র

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (সংবাদ) ঃ বিজেপির সর্বভারতীয় সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয়র বিরুদ্ধে ওঠা মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের পালটা জবাব দিলেন তিনি। এদিন দলীয় দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর হাতে রয়েছে জেলগুলি। যদি তিনি তাঁর (কৈলাস) সম্পর্কে যেকোনো এজেন্সিকে দিয়ে তদন্ত করে কিছু অভিযোগ পান, তো শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু বিজেপির হাতে রাজ্যের মন্ত্রীসভার অর্ধেকেরও বেশি সদস্যের বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। বিজেপি এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হবেই। বিজেপি নেতার দাবি, মুখ্যমন্ত্রী ২০০০ সালের যে দুর্নীতির অভিযোগের কথা তুলেছেন, তারপর ১৭ বছর কেটে গিয়েছে, রাজ্যে একটি সরকার চলে গিয়েছে আর একটি সরকার এসেছে। তখন কেন্দ্রে মন্ত্রী ছিলেন বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী। কেউই কিন্তু কোনো দুর্নীতি নিয়ে কিছু প্রমাণ করতে পারেনি। অথচ রাজ্যের মন্ত্রী ও নেতাদের কয়েকজনের সম্পর্কে সিবিআই তদন্ত করছে। আইনের মারপ্যাঁচে তাঁরা রেহাই পেলেও ঈশ্বর তাঁদের মাপ করবেন না। দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের ঘরে সর্বভারতীয় সভাপতির ভোজ খাওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কটূক্তির জবাবে তিনি বলেছেন, তিনি দলিতদের রান্না করা খাবার খেয়েছেন না হোটেলের খাবার তা সংবাদমাধ্যমের দৌলতে দেশবাসী দেখেছেন।

হোটেল থেকে চুরি হিরের গয়না

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (সংবাদ) ঃ বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে শহরের পাঁচতারা হোটেলে উঠে কয়েকলক্ষ টাকার হিরের গহনা ও সোনার অলংকার খোয়ালেন গুয়াহাটির নেতাজি সুভাষ রোডের বাসিন্দা রাজকুমার চৌধুরি। গতকাল তিনি কয়েক ঘণ্টার জন্য হোটেলের বাইরে গিয়েছিলেন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে। ফিরে এসে রুমের লন্ডভন্ড চেহারা দেখে তাঁর সন্দেহ হয়। ব্যাগ হাতড়ে দেখেন গয়নার বাক্সটি উধাও হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হোটেল কর্তৃপক্ষকে জানান। খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ এসে সিসিটিভির ফুটেজ দেখে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির হদিস পায়। তবে তাকে এদিন রাত পর্যন্ত গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। এই ঘটনায় হোটেলের কোনো কর্মী জড়িত কিনা তাও খোলসা করতে চায়নি পুলিশ।

বাবাকে বাড়ি ঢোকানোর নির্দেশ

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (সংবাদ) ঃ গ্লুকোমায় আক্রান্ত ৭০ বছরের বৃদ্ধ বাবাকে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন ছেলে, বউমা। উলটে আবার ছেলের অভিযোগ, স্ত্রী ও মেয়ের শ্লীলতাহানি করেছেন তাঁর বাবা। বিচারপতি দেবাংশু বসাক যাদবপুর থানাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় বৃদ্ধকে তাঁর নিজের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। ছেলের আইনজীবীর উদ্দেশ্যে বিচারপতি কড়াভাবে জানিয়েছেন, এরপর ছেলের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ এলে আদালত কড়া ব্যবস্থা নেবে।

জিডি বিড়লা নিয়ে রাজনীতি করতে দেব না : মমতা

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (সংবাদ)ঃ মধ্য কলকাতার গান্ধিমূর্তির পাদদেশে তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত সংহতি দিবসের সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পুনরায় জিডি বিড়লা স্কুলে গত বৃহস্পতিবার যে ঘটনা ঘটেছে তাকে দুর্ভাগ্যজনক বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও একবার জানিয়ে দেন যে, আইন আইনের পথেই চলবে। মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, কেউ কেউ স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থাকে বন্ধ করে দিয়ে ঘোলাজলে মাছ ধরতে নেমেছে। তিনি তাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, জিডি বিড়লা কাণ্ড নিয়ে কোনো রাজনীতি করতে তাঁরা কাউকে দেবেন না। উল্লেখ্য, জিডি বিড়লা স্কুলে হাজির হয়েছিলেন বিজেপি নেত্রী তথা সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে দলের তরফে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল। বিক্ষোভরত অভিভাবকরাও তাঁকে সঙ্গে চাননি। এনিয়ে বিজেপির অভ্যন্তরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে সাংসদের বিরুদ্ধে।

জিজ্ঞাসাবাদ ৪ কর্মীকে ঃ মঙ্গলবার জিডি বিড়লা স্কুলের অধ্যক্ষ শর্মিলা নাথকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আজ ওই স্কুলের এক শিক্ষিকা ও তিন কর্মীকে লালবাজারে ডেকে পাঠানো হয়। তাঁদের দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেওয়া হয়। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা যাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ওই নির্যাতিতা শিশুটির ক্লাস টিচার, আয়া, জমাদার ও নিরাপত্তাকর্মী। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামীকাল সম্ভবত জিডি বিড়লা স্কুলের পরিচালন কর্তৃপক্ষের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হবে। তাঁদের কাছ থেকে গোয়েন্দারা জানতে চাইবেন, তিন বছর আগে ওই স্কুলে একইরকম একটি যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরও স্কুল কর্তৃপক্ষ কেন নীরব ছিলেন? কেনই বা ওই ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে সেসময়ে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। গোয়েন্দাদের কাছে মঙ্গলবার স্কুলের অধ্যক্ষ যে জবানবন্দি দিয়েছিলেন, সেটাই এদিনের জিজ্ঞাসাবাদে খতিয়ে দেখা হয় বলে জানা গিয়েছে।

মা-বাবার জবানবন্দি আজ ঃ স্কুলের নির্যাতিতা চার বছরের শিশু এবং তার মা-বাবার জবানবন্দি ভারতীয় ফৌজদারি বিধির ১৬৪নং ধারা মতে আগামীকাল আলিপুর আদালতের এক বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নথিভুক্ত করা হবে। ওই মর্মে বুধবার কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে আদালতে একটি আবেদন পেশ করা হয়। সেই আবেদনটি এদিন বিচারক মঞ্জুর করেন। আদালতের ওই নির্দেশ অনুসারে বৃহস্পতিবার আদালতে ওই তিনজনের জবানবন্দি নথিভুক্ত করা হবে বলে জানা গিয়েছে। অপরদিকে, এদিন জিডি বিড়লার ওই নির্যাতিতা শিশুটিকে নিয়ে তার বাবা-মা গিয়েছিলেন এসএসকেএম হাসপাতালে। সেখানে শিশুটির মেডিকো লিগ্যাল টেস্ট করা হয়।

শিশু নিখোঁজের ঘটনায় বিক্ষোভ, অশান্তি অব্যাহত দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে

তপন রায় ● দুর্গাপুর

৬ ডিসেম্বর ঃ সদ্যোজাত নিখোঁজ কাণ্ডে ৪৮ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও পুলিশ এখনও শিশুটিকে উদ্ধার করতে পারেনি। গত সোমবার রাত থেকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে সদ্যোজাত উদ্ধারের দাবিতে দফায় দফায় বিক্ষোভ অশান্তি শুরু হয়। বুধবার তা অব্যাহত ছিল। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশি নিরাপত্তাও জোরদার করা হয়। অন্যদিকে, হাসপাতালের কর্মীদের একাংশ ও হাসপাতাল সুপার দেবব্রত দাসও প্রতিরোধ গড়তে প্রস্তুত ছিলেন। সুপার ক্ষোভের সুরে বলেন, রোজ রোজ হাসপাতালের ভেতরে অশান্তি হবে তা সহ্য করা হবে না। কেউ অশান্তি করলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিক্ষোভকারীদের মধ্যে থেকে কয়েকজন বলতে থাকেন, শিশু নিখোঁজের ঘটনায় সুপার ও নার্সরা জড়িত। এরপরই হাসপাতাল কর্মী ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে বচসা বাধে। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও প্রমীলাবাহিনীকে এদিন সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায়নি।

এদিকে, সদ্যোজাত নিখোঁজ কাণ্ডে যে তদন্ত কমিটি গঠন হয়েছে তারা কাজ এখনও পুরোদমে শুরু করতে পারেনি বলে জানান সুপার। তিনি বলেন, দুদিন ধরে হাসপাতালে গণ্ডগোলের জেরে তদন্তের কাজ সেভাবে এগোয়নি। সুপার দেবব্রত দাস জানান, শিশু নিখোঁজের ব্যাপারে হাসপাতাল প্রশাসন তার দায় এড়াতে পারে না। তিনি বলেন, প্রসূতি বিভাগে ওইদিন যে সময় সদ্যোজাতটি নিখোঁজ হয় সেই সময় চারজন সিস্টার ও ১০-১২ জন ট্রেনি নার্স ডিউটিতে ছিলেন। চারজন সিস্টারকে শোকজ করা হয়েছে। গেটে যে দুজন বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন তাঁদেরও শোকজ করা হয়েছে।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সিসিটিভি ক্যামেরা অকেজো থাকায় সেদিনের কোনো ছবি পাওয়া যায়নি। সিসিটিভি সচল থাকলে দুষ্কৃতীকে ধরা সহজ হত। এপ্রসঙ্গে জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক দেবাশিস হালদার জানান, টাকার অভাবে সিসিটিভি সারানো হয়নি। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, তড়িঘড়ি সিসিটিভি মেরামতির জন্য ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে। সুপার এপ্রসঙ্গে জানান, রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ৩৬টি সিসিটিভি বসাবে। যেজন্য পুরোনো সিসিটিভিগুলি আর সারানো হয়নি। তিনি আরও জানান, দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে শিশুচুরির ঘটনা এই প্রথম।

এদিন জেলার তৃণমূল মাইনরিটি সেলের প্রতিনিধি হাসপাতালে এসে সদ্যোজাত শিশুর মা পাপিয়া বিবিকে সমবেদনা জানান। প্রতিনিধিদলের শুভ্রা রুদ্র, নীরেশ শর্মা এবং সোনালি দাস বলেন, সিসিটিভি সচল থাকলে শিশুটিকে দ্রুত উদ্ধার করা যেত। তবে প্রশাসন অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে তদন্ত শুরু করেছে। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বলেন, হাসপাতালের পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। প্রশাসন অনেক ঢিলেঢালা। সুপারকে এটা দেখতে হবে। এদিকে, প্রশাসনের একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, পুলিশের তদন্তের কাজ বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। সন্দেহের তালিকা থেকে সদ্যোজাতের পরিচিত জনদেরও বাদ দেওয়া হচ্ছে না।

উল্লেখ্য, গত সোমবার সকালে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাপিয়া বিবি নামে এক প্রসূতি শিশুপুত্রের জন্ম দেন। ওইদিন বেলা ১২টা নাগাদ ওই সদ্যোজাত নিখোঁজ হয়ে যায়। সোমবার সন্ধে থেকে সদ্যোজাতকে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ চলছে। এদিন সন্ধে থেকেই হাসপাতালের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

দু-সপ্তাহের মধ্যেই সারদা কাণ্ডে চার্জশিট জমা

জানাল সিবিআই

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (সংবাদ) ঃ সারদা মামলার তদন্ত শেষের পথে। আগামী দু-সপ্তাহের মধ্যে সারদা মামলার চার্জশিট নিম্ন আদালতে জমা দেবে বলে হাইকোর্টে বুধবার জানাল সিবিআই। তবে এর জন্য সুদীপ্ত সেন, মাতঙ্গ সিং, রমেশ গান্ধি এবং মনোরঞ্জনাকে মুখোমুখি বসিয়ে কাস্টোডিয়াল জয়েন্ট ইনটারোগেশনের প্রয়োজন রয়েছে বলে জানালেন সিবিআই কৌঁসুলি রাঘবাচারলু।

মাতঙ্গ সিং এবং রমেশ গান্ধি জামিনের আবেদন জানিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টে। এদিন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চে সিবিআইয়ের কৌঁসুলি রাঘবাচারলু বলেন, সারদার তদন্ত শেষ করে এনেছেন তদন্তকারীরা। তবে চূড়ান্ত চার্জশিট দেওয়ার আগে সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে ওই তিনজনকে একসঙ্গে বসিয়ে জেরা করতে হবে। কারণ, সারদার চ্যানেলগুলি বিক্রির টাকা সুদীপ্তকে না দিয়ে এঁরা আত্মসাৎ করেছেন। সুদীপ্তর সঙ্গে এঁরা দ্বিচারিতা করেছেন সম্ভবত। তখন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি নথিপত্র দেখে মন্তব্য করেন, ৩ অভিযুক্ত সুদীপ্ত সেনের থেকে কত টাকা নিয়েছিলেন তা স্পষ্ট নয় এখনও পর্যন্ত। চ্যানেল বিক্রির টাকাও এঁরা নিজেদের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করেছেন। তাই এঁদের জয়েন্ট ইনটারোগেশনের দরকার রয়েছে। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ সিবিআই-কে নির্দেশ দিয়েছে, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে চারজনকে নিয়ে কাস্টোডিয়াল জয়েন্ট ইনটারোগেশন শেষ করতে হবে তাদের। আপাতত মনোরঞ্জনা জামিনে মুক্ত থাকলেও বাকিরা জেলে রয়েছেন।

খড়গপুরে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ২০০ ছাড়াল

ঝাড়গ্রাম, ৬ ডিসেম্বর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে চারশো পেরিয়ে পাঁচশো ছুঁতে চলেছে। খড়গপুরেও ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সংখ্যাটা ইতিমধ্যেই ২০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। খড়গপুর শহর ও গ্রামীণ এলাকা মিলিয়ে এপর্যন্ত ২০৯ জনের রক্ত পরীক্ষায় ডেঙ্গু ধরা পড়েছে বলে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক গিরীশচন্দ্র বেরা জানিয়েছেন, শহর এলাকা বেশি অপরিচ্ছন্ন হওয়ায় এখানে আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেশি। ডেঙ্গু রুখতে জেলাজুড়ে জোর প্রচার চালানো হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগেই সমস্ত কিষান মান্ডি চালুর ভাবনা

বর্ধমান, ৬ ডিসেম্বর ঃ চলতি বছরের জুন মাসে বর্ধমান জেলা সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত কিষান মান্ডিগুলি দ্রুত চালু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এরপর ছয়মাস কেটে গেলেও এখনও ৬টি কিষান মান্ডি চালু করা যায়নি। এতেই সমস্যায় পড়েছেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা। কারণ নতুন বছর পড়তেই ফের জেলা সফরে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী। আর কিষান মান্ডিগুলি চালু না হলে প্রশাসনের কর্তাদের তিরস্কারের মুখে পড়তে হবে, এমনটাই আশঙ্কা তাঁদের। তাই কিষান মান্ডিগুলি চালুর বিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন প্রশাসনের কর্তারা।

মান্ডিগুলি চালু করতে বিভিন্ন ব্লকের বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের নিয়ে মঙ্গলবার সংস্কৃতি লোকমঞ্চের অ্যানেক্স হলে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলাপরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু, অতিরিক্ত জেলাশাসক বাসব বন্দ্যোপাধ্যায়। মান্ডিগুলি চালু করার কাজে গতি না থাকায় ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন প্রশাসনিক কর্তারা। চলতি মাসের মধ্যেই কিষান মান্ডিগুলি চালুর সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন কর্তারা। জেলায় ২০টি কিষান মান্ডি রয়েছে। এর মধ্যে ৬টি কিষান মান্ডি এখনও চালু করা যায়নি।

বৈঠকে ৬টি ব্লকের জনপ্রতিনিধি ও বিডিওদের জানিয়ে দেওয়া হয়, 'যেমন করেই হোক মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরের আগে ৬টি কিষান মান্ডিকে চালু করতেই হবে।' বিভিন্ন কারণে জেলার আউশগ্রাম ১ ও ২, মেমারী ১ ও ২, কালনা ১ এবং কেতুগ্রাম ১ ব্লকের কিষান মান্ডিগুলি চালু করা যায়নি। মান্ডিগুলি থেকে যেমন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন এলাকার কৃষকরা, তেমনই সবজি ব্যবসায়ীরাও মান্ডিতে যেতে চাইছে না। ব্লক প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিরা নানাভাবে উদ্যোগ নিয়েও এই কিষান মান্ডিগুলি চালু করতে ব্যর্থ হন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে জেলা প্রশাসনের কর্তারা মান্ডি চালুর বিষয়টি নিয়ে ব্লক প্রশাসনের কর্তাদের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

সভাধিপতি দেবু টুডু জানান, বর্ধমান-১ ব্লকের কিষান মান্ডিতে শহরের তেঁতুলতলা বাজারের পাইকারি বাজার স্থানান্তরের চেষ্টা করা হচ্ছে। জামালপুর ও গলসি-১ ব্লকের কিষান মান্ডিতে মৎস্য দপ্তর স্টল নিতে আবেদন করেছে। বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক মান্ডিতে এটিএম সহ ব্যাংকের শাখা খুলতে চায়। সুফল বাংলা তিনটি স্টল খুলবে আউশগ্রাম কিষান মান্ডিতে। আমূল সংস্থা মেমারি-১ কিষান মান্ডি নিতে চেয়েছে। রায়না-২ কিষান মান্ডিতে বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয় হবে। থানা কোঅপারেটিভ, দুগ্ধ সংস্থার চিলিং প্ল্যান্ট, লিগ্যাল মেট্রোলজির কার্যালয়ও খোলা হচ্ছে কিষান মান্ডিতে। মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরের আগে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চাইছে জেলাপরিষদ।